মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

সামিটের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান ‘গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার ২০১৮’ সম্মানে ভূষিত

ফটো ক্যাপশন: *মুহাম্মদ আজিজ খান, সিংগাপুরের সংসদ সদস্য (ওয়েস্ট কোস্ট জিআরসি বুন লে) প্যাট্রিক টে'র থেকে গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার ২০১৮ পুরস্কার গ্রহণ করেন।*

(সিংগাপুর) ২৮শে জানুয়ারি ২০১৯, সোমবার: সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খানকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ‘গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার ২০১৮’ সম্মানে ভূষিত করেছে এশিয়াওয়ান ম্যাগাজিন। গত ২১শে জানুয়ারি, ২০১৯ সিংগাপুরের মেরিনা বে স্যান্ডস হোটেলে এশিয়াওয়ানের দশম সংস্করণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘প্রাইড অফ এশিয়া – এশিয়ান বিজনেস এন্ড সোশ্যাল ফোরাম ২০১৯’ সামিটে বিদ্যুৎ খাত এবং শিল্পে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এশিয়াওয়ান তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে যে, মুহাম্মদ আজিজ খান বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী – সামিট গ্রুপের অন্তর্নিহিত শক্তি। পুঁজি ছাড়া ব্যবসা শুরু করে তিনি ২০১৮ সালে ফোর্বসের তালিকায় সিংগাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় উঠে আসতে সক্ষম হন। তাঁকে অনেকে স্বপ্নচারী এবং একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক

উপলব্ধি এবং মানুষের প্রতি প্রখর সহানুভূতির জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। তিনি দানশীল এবং শিল্প অনুরাগী হিসেবে প্রখ্যাত ।

এশিয়ার ১৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৬২টি সাব-ক্যাটাগিরিতে স্বতন্ত্র জুরি সদস্য, ইউনাইটেড রিসার্চ সার্ভিস ইন্টারন্যাশনালের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি তথ্য উপাত্ত একত্রিত করে এবং এশিয়াওয়ান সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর স্কোরিং এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই মনোনয়ন করা হয়েছে।

এশিয়াওয়ান গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত:

'এশিয়াওয়ান গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার' এশিয়া উপমহাদেশের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক মনোনয়ন এবং নির্বাচন। এই স্বীকৃতি তাদেরকেই দেওয়া হয় যারা পরবর্তী প্রজন্ম এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে অনুসরণীয়। এর আগে 'ইন্দো-সিংগাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮' শিল্পে এবং সমাজে বিশেষ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'এশিয়াওয়ান গ্লোবাল এশিয়ান অফ দ্য ইয়ার'- এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সামিট গ্রুপ সম্পর্কে বিস্তারিত:

সামিট বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এবং বৃহত্তম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান। সামিটের ব্যবসা মূলত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি, শিপিং, বন্দর এবং ইন্টারনেট যোগাযোগের মূল কাঠামো - ফাইবার অপটিকস খাতে । বর্তমানে সামিট ২০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১, ৯৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে যা বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যুৎ খাতে মোট স্থাপিত ক্ষমতার ২১ শতাংশ। সম্প্রতি সামিট, জিই এবং মিতসুবিশির সাথে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। সামিট বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি কোম্পানী হিসেবে কক্সবাজারের মহেশখালিতে ফ্লোটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করছে। সামিট টানা পাঁচবার দেশের সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাকৃতি অর্জন করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
মোহসেনা হাসান। ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । মোবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
https://summitpowerinternational.com/press-release